R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বাসোপোযোগী জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা এলাকায় পণ্ডিতের বাগানের বেশ কিছুটা জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন—

সনৎ ব্যানার্জী
অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
(সি পি এম অফিসের সামনে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ | ৪২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল। ২৯শে মার্চ, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

নতুন মডেলের ইলেকট্রনিক বোর্ড বসলো রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ৮ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ৫১২ মডেলের ইলেকট্রনিক বোর্ড বসান হলো। ফলে অন্ততঃপক্ষে ৪০০ গ্রাহককে টেলিফোন দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু শহর বৃদ্ধি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে হারে টেলিফোন সংযোগের আবেদন এ পর্যন্ত জমা পড়েছে বা জমা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাতে আরও একটি ৫১২ মডেল বোর্ড এখানে এখনই চালু করা দরকার বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। এই নতুন বোর্ড বসানোয় এখন থেকে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ফোনের নম্বর পরিবর্তিত করা হয়েছে বলে টেলিফোন বিভাগ সূত্রে জানা যায়। নতুন নম্বরগুলি হচ্ছে—ট্রাঙ্কল বুকিং ৬৬-১৮০, অনুসন্ধান ৬৬-১৮১, লোকাল কমপ্লেন ৬৬-১৯৮ এবং সরাসরি অনুসন্ধান ৬৬-১৯৭। এস টি ডি সার্ভিস চালু হওয়ার পর সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে মহকুমার অরঙ্গাবাদ, ফরাক্কা ব্যারেজ ও সাগরদীঘি এবং গনকর এখনও সম্ভব হয়নি। ওই এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একমাত্র সাগরদীঘি ছাড়া সবগুলো ইলেকট্রনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। ফরাক্কাতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

জঙ্গিপুর পুরসভা নির্বাচনে এবার কি মহিলা পুর প্রধান হবে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর পুরসভার আসন্ন নির্বাচন হচ্ছে ১৪ মে। এবার ১৫টি ওয়ার্ড বেড়ে হয়েছে ২০টি। পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশও ঢুকে গিয়েছে পৌরসভায়। এই কুড়িটির মধ্যে মহিলা আসন থাকছে ৭টি, একটি তপশীলী মহিলাসহ। ২টি তপশীলী পুরুষ এবং বাকী ১১টি সাধারণ পুরুষ। এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে মহিলারা হয়ে পড়বেন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার একটি সর্বপ্রধান অঙ্গ। সে ক্ষেত্রে যদি মহিলার পুর প্রধান হবার জন্য এক জোট হন, তবে তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরুষেরা দাঁড়াতে পারবেন কিনা সন্দেহ জঙ্গিপুর পৌর শহরে মহিলা সংগঠন আছে একমাত্র বামদলগুলির (এস ইউ সি বামদলই)। কংগ্রেসের তেমন কোন জোরালো মহিলা সংগঠন নেই। অতএব মহিলা প্রতিনিধিরা যে প্রায় সবাই বামদলেরই হবেন তাতে সন্দেহ নেই। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

চাল পাচার রোধে জনগণ সক্রিয় হয়েও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন

সাগরদীঘি : এই থানার যুগোর মোড় থেকে মনিগ্রামের মধ্যে দিয়ে কুলগাছি হয়ে প্রচুর চাল ও গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছিল। পুলিশ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না দেখে গ্রামবাসীরা নিজেরাই তা বন্ধে এগিয়ে আসেন। গত ৯—১২ মার্চ একযোগে তাঁরা হড়হড়ির রাস্তার উপর চাল ও গরু আটক করে পাচার বন্ধ করে দেন। তিনদিনের এই প্রতিরোধ আন্দোলনে আশ পাশ গ্রামের পাচারকারীরা বিপদে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পাচারকারীরা গ্রামে গ্রামে আলোচনা সভা বসান এবং ঠিক হয় এ আন্দোলন তুলে নিতে হবে কেন না এর ফলে চোরা চালানকারীদের সাথে সাধারণ ছোট ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ১৩ মার্চ থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হলে আবার পুরোদমে মাল চলাচল শুরু হয়েছে।

টি-বি হাসপাতাল নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ

ধুলিয়ান : ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে তারাপুরের কাছে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা লুৎফল হকের পরিকল্পনায় বিড়ি শ্রমিকদের জন্য টিবি হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শুরু হয় বেশ কয়েক বছর আগে। ঐ নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত ও দুর্নীতি মুক্ত করতে গত ১৯৯৪ সালে সিপিএমের সাংসদ জয়নাল আবেদিন, বিধায়ক তোয়াব আলি ও আবুল হাসনাৎ খাঁনের উপস্থিতিতে একটি (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের চিফজাষ্টিস্

বিশেষ সংবাদদাতা : বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সূত্রে জানা যায় মহম্মদ হবিবুর রহমান এম-এ, এল-এল-বি (ঢাকা), এম-এ (অক্সন) এবং সোসাইটি অফ লিঙ্কনস্ ইনের বার-এ্যাট-ল গত ১ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের চিফজাষ্টিস্ রূপে শপথ গ্রহণ করলেন। শ্রীরহমান ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে পড়াশুনা করেছেন।

সাগরদীঘি ব্লকে প্রথম মহিলা প্রধান

সাগরদীঘি : গত ১৮ মার্চ এই ব্লকের বন্যেশ্বর অঞ্চলের প্রধান নির্বাচিতা হলেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস সদস্যা কটি মাল। প্রধান নির্বাচনে উপস্থিত ছিলেন এই ব্লকের বিডিও। ভোটাভুটিতে কটি মালকে সমর্থন করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৫ জন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস, ১০ জন সিপিএম ও ১ জন আর এস পি সদস্য। আর এস পির সদস্য বর্তমানে উপপ্রধানও। কটি মাল সাগরদীঘি ব্লকের প্রথম মহিলা প্রধান বলে খবর।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল

বাজেট ঃ কেন্দ্রে ও রাজ্যে

সর্বশ্রেণীর মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার চিন্তাধারায় ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট প্রকাশ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এই বাজেটে উৎপাদনের বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সড়ক, টেলিযোগ, সেচ এবং বন্দর উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপক ব্যবস্থা রাখার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র শিল্পে এবং কৃষিশিল্পে ঋণদানের ব্যবস্থা এই বাজেটে থাকিবে, আগামী আর্থিক বৎসরে সব ক্ষেত্রেই করের ছাড় দেওয়া হইয়াছে। তবে বড় টায়ার, সিগারেট ও সিমেন্টের ক্ষেত্রে করের ছাড় দেওয়া হয় নাই। বড় টায়ারের জন্য পরোক্ষভাবে বিবিধ পণ্যের দাম বাড়িতে পারে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যদিচ বলিয়াছেন যে, তিনি দেশে মূল্যস্ফীতি হইতে দিবেন না, জাতীয় অর্থনীতির কঠিন সমস্যা যে মূল্যস্ফীতি, তাহার নিরসনের কোন দিগদর্শন প্রস্তাবিত বাজেটে দেখা যায় নাই, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সরকারী মজুত ভান্ডারে যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুত থাকার কথা বলা হইলেও গম, চাল ও তেলের দর ঊর্ধমুখী।

কেন্দ্রীয় সরকারী বাজেটকে জনপ্রিয় করিবার দিকে লক্ষ্য রাখা হইলেও জাতীয় অর্থনীতির সমস্যার দিকে কী ভাবে নজর দেওয়া হইবে তাহাই দেখার।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী তাঁহার রাজ্য বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার বাজেট বিকল্প অর্থনীতির অঙ্গ, কেন্দ্রীয় নীতি হইতে পৃথক। তাঁহার বাজেট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুকূল। কিন্তু রাজ্য অর্থমন্ত্রীর বিকল্প আর্থিক নীতি সর্বত্র সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনের পদক্ষেপে নাকি বর্গাদার ও গরীব কৃষকদের ক্ষতি করিয়া নব্য ধনী শ্রেণীর সৃষ্টি হইতেছে। এখন সব লক্ষ্য পঞ্চায়েতে। যোজনা ও উন্নয়ন খাতের অসীম টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ৫৩ শতাংশ পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হইবে মনে হয়। সকলেই জানেন যে, পঞ্চায়েতের দৌলতে 'আলাদিনী' কান্ডে দেশের এক কালে 'ফ্যা ফ্যা' করা মানুষ হয়েছেন ধনকুবের, এই ধনকুবেররা গ্রামের কৃষি জমির উপর সার্বিক প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রাজ্য অর্থনীতিকে তেজী করিতেছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

অবশ্য শুধু আঁধার নয়, আলোও আছে। আগামী বাজেটে চুঙ্গি কর ও টার্নওভার ট্যাক্স সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া হইবে, বলা হইয়াছে। বিদ্যুৎ, রাস্তা সংস্কার, পরিবহন ব্যয় বরাদ্দ বাড়ান হইয়াছে। কৃষিখাতে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সামান্য বাড়িয়াছে। শিক্ষাখাতের টাকায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হইবে কিনা, জানা যাইতেছে না। কারণ শিক্ষকদের ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতন, পেনশন প্রভৃতির জন্য সিংহভাগ খরচ হইবে। কয়েকটি বিলাস-পণ্যের বিক্রয় কর বাড়ান হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার—উভয় পক্ষ হইতে আগামী বৎসরের বাজেট প্রণয়নে নির্বাচনের কথা মাথায় রাখিতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুরসভার ১২৫ বৎসর পূর্তি উৎসবে কিছু দাবী

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

বোধহয় পশ্চিম বাংলার প্রাচীনতম পুরসভার অধিবাসী আমরা। আজ ১২৫তম বর্ষে পা দিয়েছে বলে যাদের হাতে প্রথাগত উৎসবের দায়িত্ব পড়েছে তাদের মধ্যে সকলেই এখানকার সচেতন ও সামাজিক দায়িত্বশীল অধিবাসী তো নয়ই, হয়তো পুরসভার বাইরের নাগরিকও কেউ কেউ আছেন। আমরা তো অজ পাড়াগ্রামের। ফলে 'সচেতন নাগরিক ও পুরসভার হিতাকাঙ্খীদের' সাদর আমন্ত্রণের তালিকায় আমাদের ঠাঁই হয়নি। ১২৫তম উৎসবে ১২৫ জনও ছিল কিনা খবর পাইনি। তবে যাঁরা গেছিলেন তারা লাইনের বাইরে কথাবার্তা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে গিয়েই খোতনা খেয়েছেত তা শুনলাম। অনেকে পুরসভার এই উৎসবের নামে তাল ঠোকার সুযোগও পেয়ে গেছেন। এঁদেরই উপদেশে নাকি কোলকাতা থেকে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ করে নচিকেতাদের অনুষ্ঠান আনা হবে। যদি সৌমিত্র আসতো, শাঁওলী আসতো, রুদ্রপ্রসাদ আসতো, সাবাস দিতাম। সামনেই ভোট। ভোটারদেরকে ছেঁড়া কাঁথা থেকে টেনে তুলে ঘুরে ঘুরে নাচাবার এই তো সময়। রাস্তা ভালো হচ্ছে, ড্রেন সংস্কার হচ্ছে, বাতির জোলুস বাড়ছে—বাবুরা দরজায় দরজায় ঘুরছেন কোনওরকম যাতে হ্যাপায় ভুগতে না হয়। আর প্রতিযোগিতা! জঙ্গিপুরে! ছ্যা ছ্যা! ঠাট্টা নয়। বর্তমান পুরপিতাকে বরং গায়ে পড়ে কিছু আবেদন জানাই। বেহায়া হলে যা হয়—নচিকেতা দের ভাষা গাঁয়ের সরল মানুষ বুঝবে না। রবং এটা বাদ দিয়ে সৌমিত্র, শাঁওলী, পার্থ-গৌরীর আবৃত্তির আসর হোক, একটা ভাল নাটক হোক যাতে সৌমিত্র, রবি ঘোষ, সমিত ভঞ্জ এঁরা থাকবেন। মানুষও আনন্দ পেত। কিছু মর্মর মূর্ত্তিও নাকি বসছে। শুধু মঞ্চ না করে দাদাঠাকুরের মূর্ত্তিও একটা বসানো হোক। সর্বহারাকে কমিশনার, বড়-লোকের বিরুদ্ধে উনিই প্রথম লড়াই করেন। এই শহরের গর্ব ছিল, ম্যাকেঞ্জি মাঠ কাঁপিয়ে-ছিল এমন কিছু পরিবারের ছেলেমেয়েরা আজ খেতে পায় না। খুঁজে খুঁজে এদের বের করে ক্রীড়ায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পে, কারিগরীতে যারা জঙ্গিপুরের একটা ঠাঁই করে দিয়েছিল তাদের একটা করে চাকরীর ব্যবস্থা করে দিন। অনুষ্ঠানের দিন এঁদের প্রতিশ্রুতি দিন। ওদের কথা বলার কেউ নাই। ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনই চাঁদা দেন। সারা বছরে পুজোসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চাঁদা, বিভিন্ন দলের জোনাল, মহকুমা, জেলা ও প্রদেশ সম্মেলন, সাঁতার সাহিত্যবাসর কত কি। সর্বোপরি, সর্বহারা সরকারের জেল্লা-দার থানা বানানোর জন্য এদেরকেই প্রাক্তন এস পি বেশ করে বাজিয়ে গেছেন। তার উপর আপনারা আবার ফোল্ডার ধরাচ্ছেন। পুর এলাকার পথ-ঘাট, ড্রেন, জঙ্গল, খাটাল জলনিকাষী ব্যবস্থা যাচ্ছেতাই। হ্যাঁ বহরম-পুর থেকে ভাল। তবু বহু কাজ আছে। গঙ্গার দুপারে গরীব বস্তির মায়েরা লজ্জার মাথা খেয়ে আদুল গায়ে পায়খানা যান ফাঁকা মাঠে। এদের জন্যে দু'পারে কম করে ২০০ পায়খানা বানিয়ে দিন। ওঁদের বহুদিনের না বলা এ লজ্জা পুরপিতা হিসাবে সব প্রথম আপনার লজ্জা! মশারা কি ভোটার? এদের মারছেন না কেন? উপর নীচ—সব জ্বলে গেল। এদের মারতে কামান লাগবে না। হুল্লোর একটু কমালেই সে টাকা যথেষ্ট। বাসষ্ট্যান্ড শ্রীকান্তবাটীতে না করে মহকুমা শাসকের সামনের মাঠে প্ল্যান করে তৈরী হোক। ফুলতলা হয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে বাইপাস রাস্তা বানালে ভাঙ্গনরোধসহ বেড়ানর জাওগাও হয়ে যেত! যাত্রীরা শহরে বাজার করতো। সুপার মার্কেট আরও আকর্ষণীয় করার চিন্তা নিন। সরকার একা নয়, অনেকেই হাত বাড়াবে। জেলা শাসক ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। মানুষের জীবন নষ্ট করা বিড়ি নিয়ে বেশি না ভেবে উনি যাতে এখানকার আম, লিচু, কাঁঠাল, লেবু নিয়ে ভাবেন। শাঁকআলু, পলু, বাঁশ, পাট নিয়ে বহু কিছু করা যায়, যার এখানে সম্ভাবনা প্রচুর। এসব নিয়ে দেখুন না বেকারদের জ্বালা মেটানো যায় কিনা।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসতজমি কাঠামত প্লট হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের স্থান—*বিকাশ ধর, 'মৌমিতা'* (রেডিমেড পোষাকের দোকান) বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন ঃ ৬৬২৪৯

পুলিশ বাড়ি হানা দিয়ে পিস্তলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করলো

জঙ্গিপুর ঃ ২৬ মার্চ মহম্মদপুরে এক বাড়িতে হানা দিয়ে বেআইনী রাখা পিস্তল সমেত দুজনকে গ্রেপ্তার করে। খবর ঘটনার দিন রাত ৮-৩০ মিঃ নাগাদ রঘুনাথ-গঞ্জ থানার পুলিশ ঐ বাড়িতে ঢুকে মোহম্মদ আলি ও তার পুত্র শুকমহম্মদকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় তারা দুজনে খদ্দেরকে বিক্রির জন্য পিস্তল দুটি পরীক্ষা করছিল। পরে শুকমহম্মদকে পুলিশ ছেড়ে দেয়। মোহম্মদ আলিকে এখনও থানা হাজতে বন্দী রাখা হয়েছে বলে খবর।

বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের জেলা সম্মেলন

ধলিয়ান ঃ গত ২৫ ও ২৬ মার্চ স্থানীয় পটলবাবুর মাঠে আর ওয়াই এফের জেলা সম্মেলন হয়। প্রায় ২০ হাজার মানুষের জমায়েত হয় প্রকাশ্য জনসভায়। সভায় বক্তব্য রাখেন সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। পূর্তমন্ত্রী স্বয়ং পাকুড়-ধুলিয়ান রাস্তাটির জীর্ণ অবস্থা দেখে তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিধায়ক আব্দুল হক। নেতারা কেন্দ্রীয় শিল্পনীতির সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ৪৫ জনকে নিয়ে জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে তাজামুল হক ও বাসন মন্ডল। উভয়েই নতুন মুখ। কাউন্সিল ৮৫ জন সদস্য নিয়ে তৈরী করা হয়।

ইকো ডেভেলাপমেন্ট ক্যাম্প

মির্জাপুর ঃ গত ১১ থেকে ১৫ মার্চ ভারত সরকারের এনভাইরনমেন্ট ও ফরেষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় স্কুল এন্ড ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, কলকাতার ব্যবস্থাপনায় ও স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ইকো মেমব্রার্স সেমিনার ও সার্ভে এবং ইকো ভলেনটিয়ার্সদের ৫ দিনের এক ক্যাম্প হয়। এই ক্যাম্পে ২২টি বিদ্যালয় ও ২০টি বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রছাত্রী ও সভ্যসভ্যারা অংশ নেন। কিচেন-গার্ডেন টবে চাষ ও প্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধে নানান পরামর্শ দেওয়া হয় যোগদানকারীদের। রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী বিজ্ঞানী ডঃ অসীম মান্না, অধ্যাপক সুনীতি চট্টোরাজ, কৃষি গবেষক কৃষ্ণধন রায় প্রমুখ।

এনটিপিসি-র স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা

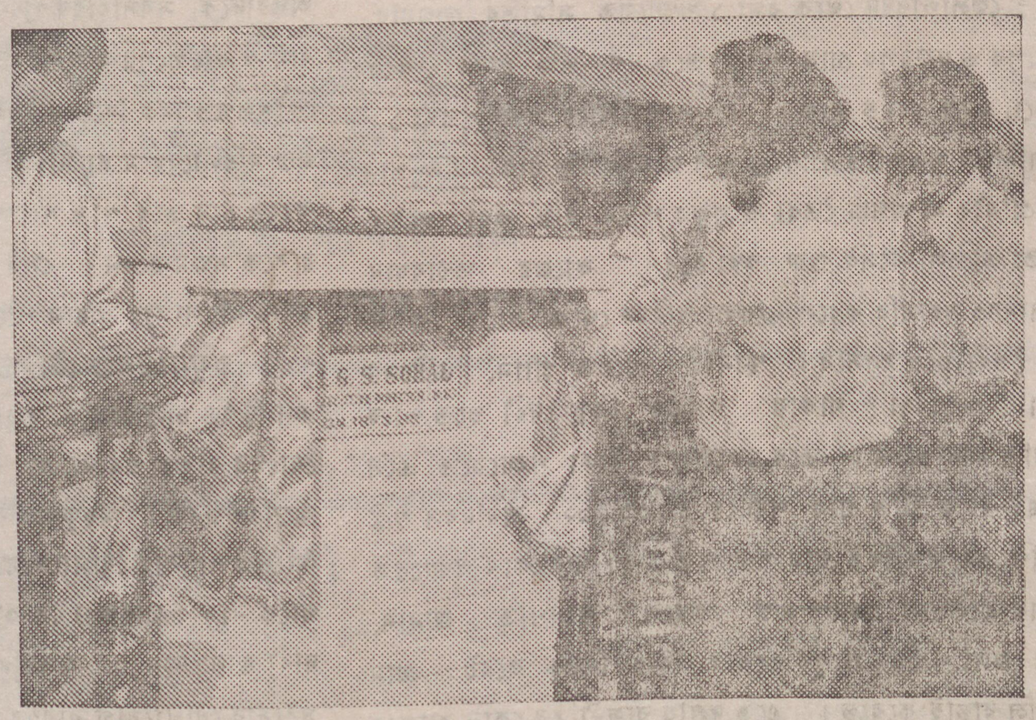

ফরাক্কা ঃ এনটিপিসির মত একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্পোরেশন সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্বের কথা মনে রেখে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজনে ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের পাওয়ার প্লান্টের সন্নিকটে স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ মার্চ কর্পোরেশনের উত্তরখন্ডের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এবং ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের জি এম জি এস সোহল এই গৃহ নির্মাণ কার্যের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আর বোস, ডেপুটি জি এম (ও এন্ড এম), এন আর মোহনা রাও, ডেপুটি জি এম (টি এস), এম এস টি সাই, ডেপুটি জি এম (সি এন্ড এম) এবং পি ঘোষ, চিফ কনষ্ট্রাকসন ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন। এনটিপিসির ঠিকাদারী সংস্থায় কর্মরত দিনমজুরী প্রাপ্ত শ্রমিক পরিবারের প্রয়োজনে এ ধরনের ৪০টি গৃহ নির্মিত হয়। প্রতিটি গৃহ ২০০ বর্গফুট স্থান নিয়ে তৈরী হয়েছে। এগুলি তৈরী হয়েছে পাওয়ার প্লান্টের ছাই দিয়ে তৈরী ইট ও ছাই সিমেন্ট মর্টার দিয়ে। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুরের সহযোগিতায় এই ফ্লাই এ্যাসকে জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

সিপিএম যুব ইউনিটের ৩য় সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৬ মার্চ সি পি এম-এর ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ৩য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রচুর যুব প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন শহীদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। নেতাদের মধ্যে সারথী মুখার্জী, সাহাদাৎ হোসেন, রফিকুল ইসলাম, অপূর্ব সরকার, শত্রুঘ্ন সরকার ও তারাপদ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান সঙ্কটজনক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। সংগঠনের তরফ থেকে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান নেতারা। মাধাই হালদারকে সভাপতি ও সাইফুল্লাহ আবেদীনকে সম্পাদক করে ১৫ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টর হলেন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের সন্তান ডাঃ অমিয়কুমার হাটি স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টর হলেন। তিনি ওখানেই ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। কীটপতঙ্গ এবং সাপের বিষ নিয়ে গবেষণায় ডাঃ হাটী আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন এবং তাঁর রচিত 'ক্যানসার' পুস্তকের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারও পান কয়েক বছর আগে।

যাঁরা শান্তি চাইলেন তাঁরাই আসামীদের পক্ষে তদ্বির করছেন

মির্জাপুর ঃ ১৯৯৩ সনে শিশির মালকে হত্যা ও লাশ গায়েবের অভিযোগ এনে চারজনের নামে এফ আই আর হয়। সেই সময় কংগ্রেসের পক্ষে হাবিবুল্লার পুত্র রিটু ও রঘুনাথগঞ্জের কালু সেখ আসামীদের শাস্তির দাবীতে সোচ্চার হন। সম্প্রতি ২০ মার্চ রাতে পুলিশ বিজয়ভূষণ সাহা, শিশির কোনাই ও ভকত সাহাকে গ্রেপ্তার করার সাথে সাথেই কিন্তু সেই নেতারাই উল্টোপথে চলতে শুরু করেছেন বলে খবর। তাঁরা নাকি এই তিন জনের পক্ষে তদ্বির তদারকে ব্যস্ত হয়েছেন বলে জানা যায়।

বহু ছাত্র ন্যাশান্যাল বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারলেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ঠিক সময়ে এ্যাডমিট কার্ড এসে না পৌঁছানোর জন্য সম্প্রতি যে জাতীয় বৃত্তি পরীক্ষা হয়ে গেল তাতে বহু ছাত্র যোগ দিতে পারেননি বলে জানা যায়। জোতকমল জুঃ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ ব্যাপারে মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানান, এই পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব নাই এবং এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেনও না।

চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত টাকা পেল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জেলাপরিষদ থেকে রঘুঃ ১ পঞ্চায়েত সমিতির জামুয়ার, জরুর, মির্জাপুর ও দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে দশ লক্ষ টাকা করে উন্নয়ন প্রকল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি রঘুঃ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল জানান উক্ত টাকা প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ রাস্তাঘাট তৈরী ও পুকুর খননে ব্যয় করা হবে। কাজ সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসেই শুরু করা হবে। কাজের তত্ত্বাবধান পঞ্চায়েত সমিতি সরাসরি করলেও জেলা পরিষদ থেকে কাজের প্ল্যান ও এষ্টিমেট তৈরী হয়ে আসবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্ল্যান, এষ্টিমেট তৈরী করা অসুবিধা থাকায় কাজের কিছু দেরী হতে পারে বলে সভাপতি মনে করেন। তবে মঞ্জুরীকৃত টাকা পঞ্চায়েতে এসে গেছে। এই কাজে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৩,৫৯২ শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে। সি পি এম প্রভাবিত গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য কোন পঞ্চায়েত এর আওতায় এলো না কেন—প্রশ্ন করলে সভাপতি জানান, এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ সম্পূর্ণ তথ্যের উপর নির্ভর করেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বাছাই করেছে। এতে দলীয় রাজনীতির কোন ব্যাপার নাই। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে আই সি ডি এস প্রকল্পে যে সব শিশুবিকাশ কেন্দ্র আছে তাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাড়ীতে নিমন্ত্রিতদের জন্য তৈরী বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এবং বাগানে বা জমিতে উৎপাদিত ফলমূলাদি ও বিভিন্ন ফসল দান করার জন্য জনসাধারণের কাছে অনুরোধ রাখেন।

দুর্নীতির অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

তদারকী কমিটি গঠনের আশ্বাস দেন। সেই আলোচনা সভায় সব রাজনৈতিক দলই যোগ দেন। কিন্তু তদারকী কমিটি আজও গঠিত হয়নি। অভিযোগ উঠেছে সিপিএমের প্রাক্তন প্রধান মোঃ সাফাতুল্লা ও সমর্থক বাদল দাস বেনামে হাসপাতাল নির্মাণ কাজের সবটুকুই ঠিকা নিয়েছেন। জনসাধারণের আরও অভিযোগ এই ঠিকাদাররা সঠিক মানের সিমেন্ট না দিয়েই গাঁথনি করে চলেছেন। এমন কি তাঁরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ৪৮ টাকার বদলে নাকি ৩৪ টাকা দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ সোচ্চার হয়েছেন ও স্থানীয় আর এস পি নেতারা নাকি এই কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীশীতলা মাতার পীঠস্থান

মির্জাপুর সংলগ্ন বাঁছুরাইল গ্রাম

আগামী ২২শে বৈশাখ থেকে

২৪শে বৈশাখ

॥ বিরাট মেলা ॥

মেলা প্রাঙ্গণে ঐ ক'দিন ২৪-প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস সংকীর্তনানুষ্ঠানে অংশ নেবেন পঃ বঙ্গের জনপ্রিয় বেতার শিল্পী শ্যামলী দাসী ছাড়াও বেশ কয়েকজন নামী শিল্পী।

সুপ্রাচীন এই মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে সকলকে জানাই হার্দিক আমন্ত্রণ।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহিলা পুরপ্রধান হবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অপরদিকে সর্বসাধারণ পুরুষ আসনে ও তপশীলী পুরুষ আসনে বাম ও কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজিত হবেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলগত দিক দিয়ে বামদলগুলি যদি কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য মহিলাদের মধ্যে মহিলা মানসিকতা জাগিয়ে মহিলা পুর প্রধান করতে চান তবে অতি সহজেই পুর প্রধান নির্বাচনে নিজেদের প্রাধান্য রাখতে সক্ষম হবেন। সেই দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা এবার মহিলা পুর প্রধান পাবো বলে আশা করতে পারি।

রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এস টি ডি চালু হয়েছে, তবুও সরাসরি রঘুনাথগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়নি, এটা বড়ই বিস্ময়কর এবং গ্রাহকদের পক্ষে অসুবিধাজনক। মহকুমার সদর শহরের সঙ্গে ফরাক্কার মত জরুরী অংশের সরাসরি যোগাযোগ না হলে এস টি ডি চালু হওয়ার গুরুত্বই থাকে না। গ্রাহকরা সে কারণেই যথাশীঘ্র এ অসুবিধা দূর করার দাবী জানাচ্ছেন। অপরদিকে জেলার প্রায় গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। আবার এই উন্নত অবস্থার মধ্যেই সাগরদীঘির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সেই মান্ধাতার আমলের অটো এক্সচেঞ্জের যুগই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। ওখানকার গ্রাহকরা বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন সুরাহা করতে পারছেন না। অবশ্য বিভাগীয় সূত্রে জানা যায় এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে গনকর, অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কাকে সরাসরি যোগাযোগের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গ্রাহকদের কাছে এস টি ডি চালু হওয়ার পর তিনটে বিল এসেছে। কিন্তু বিলে ট্রাঙ্ককলের বিবরণ থাকলেও এস টি ডি কলের কোন বিবরণ অর্থাৎ কোন্ নম্বরে কল হলো বা তার বিল কত লেগেছে এটা থাকছে না। দু'মাসের বিলে থাকছে প্রিভিয়াস মিটার রিডিং এবং শেষ বিলের তারিখের রিডিং। তার মধ্যে দু'মাসে ১৫০ ফ্রি কল বাদ দিয়ে বাকী '৮০ পঃ করে চার্জ করা হয়েছে এবং ট্রাঙ্ককলের যে চার্জ হচ্ছে তা তার সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে টেলিফোন বিভাগের জনৈক মুখপাত্র জানান—বিলের বর্তমান নিয়মানুযায়ী ট্রাঙ্ককল চার্জ আলাদা হচ্ছে আগের মত; আর লোকাল ও এস টি ডি কলগুলি মিটারে ইউনিট হিসাবে উঠছে। এর মধ্যে দু'মাসে ১৫০ ইউনিট বাদ দিয়ে বাকী শ্ল্যাব অনুযায়ী '৮০ পঃ, ১'০০, ১'২০ পঃ ইত্যাদি ইউনিট হিসাবে চার্জ ধরা হচ্ছে। তিনি জানান জেলার সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিট হচ্ছে ৩৬ সেকেণ্ড কথাবার্তার জন্য; আর বাইরের ক্ষেত্রে ৪ সেকেণ্ডে এক ইউনিট। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত ফুল চার্জ, সন্ধ্যে ৭ টার পর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হাফ চার্জ এবং রাত ৯টার পর থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এক চতুর্থাংশ চার্জ ধরা হবে। তবে সে ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কে হাফ বা কোয়ার্টার নয়। ওটা হবে ঐ সব ক্ষেত্রে ইউনিট সময়টা কম বেশি ধরে। অর্থাৎ পুরো চার্জে যেখানে ৩৬ বা ৪ সেঃ এ এক ইউনিট, সেখানে হাফ বা কোয়ার্টারের ক্ষেত্রে ইউনিট হবে ৭২,১৪৪ সেঃ, ৮,১৬ সেঃ এ। এতে যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধা রয়েছে। অর্থাৎ ফুলের ক্ষেত্রে ২ সেকেণ্ড কথা বললেও এক ইউনিট, হাফ বা কোয়ার্টার এর ক্ষেত্রেও তাই। সময়ের যে সুযোগ তা ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ ১ থেকে ৭২,১৪৪ বা ৮,১৬ সেঃ। ১ মিনিট কথা বললেও ১ ইউনিট চার্জই হবে। আরও জানা যায় কলের তুলনায় এস টি ডি চ্যানেল যে কটি আছে তা খুবই কম। ফলে গ্রাহকদের অনেক সময় এস টি ডি লাইন পেতে দেরী হচ্ছে। বেশির ভাগ সময়েই অটোমেটিক ক্যাসেট কণ্ঠস্বরে 'অপেক্ষা করুন' বা 'কিছুক্ষণ পরে আবার বুক করুন' শুনতে হচ্ছে। গ্রাহকদের দাবী এই এক্সচেঞ্জে এস টি ডি চ্যানেল আরও বাড়ানো হোক। না হলে অবস্থা আগের মতই থেকে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অসুবিধার বিশেষ কোন সুরাহা হচ্ছে না।